

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেও বিক্ষোভ

হারাইয়াছে : আমার এসএসসি (১৯ সাল), এইচএসসি (১৯৯৩ সাল) এবং (১৯৯৬ সাল) ঢাকা খোঁজ, মানবিক শাস্ত্র সনদপত্র, মূল নথিপত্র, প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড হারাইয়াছে যার জিডি : ১৯৮০ (মিরপুর), ঢাকা। জৌরি হায়দার।

নি-১০৪৯৭/২০
হারাইয়াছে : আমার এইচএসসি যু সনদপত্র ও মার্কশীট কেন্দ্র হাতিয়া : রোল-১১৩৮৫৪, রেজিঃ ৫৫০৪৬৮ বিজ্ঞান বিভাগ, সেশন '৯৮-৯৯, পাসে সন-২০০০, কুমিল্লা বোর্ড, হারাইয়াছে বাড়ী থানা জিডি নং-১৫৪৮, তাং ২৮-৭-০২। সাইফুল ইসলাম।

নি-১০৫৩৬/২০০ :
হারাইয়াছে : আমার ডিগ্রী

অবরুদ্ধ ক্যাম্পাসে দিনভর বিক্ষোভ
রোকেয়া হলে পানি বন্ধ করে
দেয়ার অভিযোগ

- পুলিশ কনস্টেবল প্রহৃত
- ভিসি'র পদত্যাগের দাবীতে
আজ থেকে আমরণ অনশন
- ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগ
- শিক্ষকদের মৌন মিছিল ও
কালো ব্যাজ ধারণ
- সকল পরীক্ষা স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ যে প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ ঠেকানো যায়নি। ভিসি পদত্যাগের দাবীতে গতকাল (রবিবার)ও ক্যাম্পাস রোকেয়া হলের বিপুলসংখ্যক ছাত্রী কর্তৃপক্ষের আবেদনগুলি দেখিয়ে হল ত্যাগ না করে হলের সন্মুখের রা করে দিনভর বিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করে। এছাড়া সকল হল সকালে খালি হয়ে গেলেও বিভিন্ন হলের ছাত্ররা যোগ দেয় বিক্ষোভে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা ও সংহতি প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মৌন মিছিল, ও কালো ব্যাজ ধারণ করে। সর্বস্তরের ছাত্র-শিক্ষকদের এ অব্যাহত প্রতিবাদ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ধুমায়িত 'অসন্তোষের' ছাত্র-শিক্ষকদের, এ বিক্ষোভের দাবানল দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়তে পারে। গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগ ভিসি'র পদত্যাগের দাবীতে

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেও বিক্ষোভ ঠেকানো যায়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পর নির্ধারিত সকল পরীক্ষা অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। শ্রোগানে গতকালও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। ক্যাম্পাসে ছিল নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা পাহারা। প্রবল বৃষ্টিতে উপেক্ষা করে ছাত্র-ছাত্রীরা দিনভর বিক্ষোভ, লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট এবং ক্যাম্পাস ত্যাগ না করার ঘোষণা দিলেও সন্ধ্যায় সকলে ক্যাম্পাস এলাকা ত্যাগ করে। বিক্ষোভকালে ছাত্ররা এক পুলিশ কনস্টেবলকে মারধর এবং একটি মিনিবাস ভাঙচুর করে। বিক্ষুব্ধ নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীরা আজ থেকে শহীদ মিনারে আমরণ অনশনের ঘোষণা দিয়েছে। গত শনিবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিশ্ববিদ্যালয় অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং হল ত্যাগের নির্দেশের প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ করলেও গতকাল সকাল ৮টার মধ্যেই রোকেয়া হল বাদে সকল হলের ছাত্র-ছাত্রীরা হল ত্যাগ করে। ছাত্র-ছাত্রীদের সম্ভাব্য বিক্ষোভ ঠেকাতে ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে মোতায়েন ছিল বিপুলসংখ্যক বিডিআর এবং পুলিশ। ক্যাম্পাসের সর্বত্র ছিল সতর্ক পুলিশ পাহারা। বাইরে থেকে এসে কোন ছাত্র-ছাত্রী যাতে বিক্ষোভে অংশ নিতে না পারে সে জন্য প্রবেশ পথ দিয়ে কাউকেই ঢুকতে দেয়া হয়নি।

রোকেয়া হলের ছাত্রীরা হল ত্যাগ করবে না বলে ঘোষণা দেয় শনিবার রাত থেকেই। সকাল থেকেই ছাত্রীরা হলের ভেতরে বিক্ষোভ করতে থাকে। গতকাল সকাল সোয়া ৭টার দিকে এই হলের গেট খুলে দেয়া হয়। ছাত্রীদের আত্মীয়-স্বজন এসে ভিড় জমায় হল গেটে। হল গেট খোলার পর ছাত্রীদের একটি অংশ হল ত্যাগ করলেও দেড় শতাধিক ছাত্রী হলের সামনের রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করে।

বিভিন্ন হল থেকে আসা ছাত্ররা ক্যাম্পাস ত্যাগ না করে ছাত্রীদের সাথে যোগ দেয়। বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীরা ভিসির বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে ক্যাম্পাসে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট করার ঘোষণা দেয়। গোটা বড়ক তারা অবরোধ করে রাখে। সাড়ে ৮টার দিকে ছাত্ররা কেউ কেউ পেপার ছিঁয়ে রাস্তায় গুয়ে পড়ে। এই এলাকায় ভায়েন ছিল বিপুলসংখ্যক দাসা পুলিশ। ইলা এক পুলিশ কর্মকর্তা ছাত্র-ছাত্রীদের ওড়ার ঢুকতে চাইলে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিক্ষোভকালে ছাত্র-ছাত্রীরা '৬ দফার ১ দাবী ভিসি তুই কবে যাবি', প্রভৃতি মুহূর্ত্ত শ্লোগান তুলে। সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক এসে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগ দেন। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মেসবাহ কামাল, রফিকুল্লাহ খান, মেসবাহউদ্দিন, আব্দুস সামাদ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রুবাইয়াত ফেরদৌস প্রমুখ। শিক্ষকরা এ সময় পুলিশকে টিএসসি ছেড়ে চলে যেতে বললে তীব্র বাক-বিতণ্ডা হয়। বিক্ষোভকালে পুলিশ মাইক আটকিয়ে দিলেও পরে তা ছেড়ে দেয়া হয়। সকাল সোয়া ১০টার দিকে মাইকের স্ট্যান্ড কয়েকজন ছাত্র আনতে চাইলে পুলিশ বাধা দিলে পরে শিক্ষকদের তুমুল প্রতিবাদের মুখে তা ছেড়ে দেয়া হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ কেউ বার বার উত্তেজিত হয়ে পড়লে অন্যরা তাদের শান্ত করে। ছাত্র-ছাত্রীরা রোকেয়া হলের সামনের রাস্তাকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে এবং রোকেয়া হল



ইনকিলাব : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করার গতকাল হল ত্যাগ করে চলে যান ছাত্রীরা

বলে ঘোষণা দেয়। ছাত্রীরা ঘোষণা দেয়, 'যেহেঁতু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানে না, তারা রাতে হলে অবস্থান করবে। তারা ভিসির পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অনিদিষ্টকালের জন্য অবস্থান, ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় জনৈক ছাত্রী আজ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অধীদবস হরতাল পালনের ঘোষণা দিলে কর্মসূচী নিয়ে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়। পরে এ কর্মসূচী বাতিল করা হয়। বেলা ১টার দিকে পুলিশের একটি মিনিবাস (নং-ঢাকা-৮-৩৩২২) ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যারিকেড ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতে চাইলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বাস ভাঙচুর করে। এ সময় শিক্ষকরা ভাঙচুরে বাধা দেয়। পুলিশ এ সময় ছাত্রদের ধাওয়া করলে অনেকেই হতভম্ব হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশের এডিসি রুহুল আমিনের হস্তক্ষেপে কোন ধরনের হামলা ছাড়াই পরিস্থিতি শান্ত হয়। ছাত্ররা পুনরায় এসে জমায়েত হয়। এর আগে বেলা ১১টার দিকে গোয়েন্দা পুলিশের এডিসি কোহিনুর বিক্ষোভের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিডিও চিত্র ধারণ করতে গেলে তারা ফুরু হয়ে ওঠে। কয়েকজন ছাত্র কোহিনুরের দিকে তেড়ে আসলে সাঈদ নামে এক পুলিশ কনস্টেবল তাদের ধামাতে চাইলে ছাত্ররা তাকে মারধর করে। পুলিশ এ সময় সাঈদকে উত্তেজিত ছাত্রদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এ সময় সেখানে মৃদু উত্তেজনা দেখা দেয়।

এদিকে দুপুর আড়াইটার দিকে তুমুল বৃষ্টি শুরু হলে ছাত্র-ছাত্রীরা তা উপেক্ষা করে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে থাকে। অবস্থান ধর্মঘটকালে ভিসির ব্যাসাচ্যক কার্টুন, ব্যাসাচ্যক প্রতিকৃতি, প্রতিবাদী ছড়া, গান ও ছবি আঁকা হয়। বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার রোকেয়া হলের সামনে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার কর্তৃপক্ষীয় ঘোষণাকে মেনে নেয়ার আহবান জানান। ছাত্র-ছাত্রীরা এ আহবান নাকচ করে দেয়। প্রো-ভিসি ছাত্র-ছাত্রীদের কথা দেন, রোকেয়া হলে কোন ধরনের পুলিশী আক্রমণ হবে না। এরপর তিনি চলে গেলে সেখানে অবস্থান করা হবে কি হবে না এ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিধা-বন্দ দেখা দেয়। তুমুল হুঁগোলের মধ্যে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, রাতে সকল ছাত্রী হলের ভেতরে এবং ছাত্ররা হলের বাইরে অবস্থান করবে। কিন্তু সন্ধ্যায় সকল ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। এদিকে ছাত্রীরা অভিযোগ করে, হল প্রশাসন ছাত্রীদের হল ত্যাগে বাধা করতে বেলা ১টার দিকে পানির লাইন কেটে দেয়। ছাত্রীরা এ বন্ধ করে কোভে ফেরে পড়ে। উপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে এ নিয়ে বিষয়ের সৃষ্টি হয়। বিকেলে আবার পানির লাইন ঠিক করা হয়। তবে হল প্রশাসন বলছে, পানির সরবরাহ আকস্মিক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হারাইয়াছে : আমার এসএসসি (১৯ সাল), এইচএসসি (১৯৯৩ সাল) এবং (১৯৯৬ সাল) ঢাকা খোঁজ, মানবিক শাস্ত্র সনদপত্র, মূল নথিপত্র, প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড হারাইয়াছে যার জিডি : ১৯৮০ (মিরপুর), ঢাকা। জৌরি হায়দার।

নি-১০৪৯৭/২০
হারাইয়াছে : আমার এইচএসসি যু সনদপত্র ও মার্কশীট কেন্দ্র হাতিয়া : রোল-১১৩৮৫৪, রেজিঃ ৫৫০৪৬৮ বিজ্ঞান বিভাগ, সেশন '৯৮-৯৯, পাসে সন-২০০০, কুমিল্লা বোর্ড, হারাইয়াছে বাড়ী থানা জিডি নং-১৫৪৮, তাং ২৮-৭-০২। সাইফুল ইসলাম।

নি-১০৫৩৬/২০০ :
হারাইয়াছে : আমার ডিগ্রী